129926

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/সুনামগঞ্জ-২৯/ ১৬

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩২ / ০৮ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়: কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে

সূত্র: স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯০৩৩.০০০.০৪.০০৮.২০-৯৭৩, তারিখ: ১৪/১১/২০২৪খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলাধীন বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা (ইআইআইএন নম্বর: ১২৯৯২৬) এর অধ্যক্ষ জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির এর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সূত্রোক্ত স্মারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ একটি তদন্ত প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করেন।

বর্ণিত অবস্থায়, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, আপনি জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন-এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে কেন নির্দেশনা দেয়া হবে না তার সন্তোষজনক জবাব আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৮/০৪/২৫

প্রফেসর মোঃ আব্দুছ ছাত্তার মিয়া
রেজিষ্ট্রার
ফোন: ০২-৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registar@bmeb.gov.bd

অধ্যক্ষ /ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা
উপজেলা: দোয়ারাবাজার, জেলা: সুনামগঞ্জ।

নং-বামাশিবো/প্রশা/সুনামগঞ্জ-২৯/ ১৬(১০)

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩২ / ০৮ এপ্রিল ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/বরিশাল/সিলেট অঞ্চল;
৪. জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ;
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ;
৬. জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ;
৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ;
৮. সভাপতি, পরিচালনা কমিটি, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ;
৯. ম্যানেজার, সোনালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী ব্যাংক পিএলসি _____ শাখা, নলছিটি, ঝালকাঠি;
১০. অফিস কপি।

০৮-০৪-২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিষ্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ
www.doarabazar.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯০৩৩.০০০.০৪.০০৮.২০-৯৭৩ তারিখ- ১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, অধ্যক্ষ, বরইউড়ি বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা এর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য সহ যাবতীয় অর্থ আত্মাসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে।

সূত্র। মোঃ আব্দুল মালেক, মোঃ আবু বক্কর, হারুনুর রশিদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাবাজার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মোঃ আব্দুল মালেক, মোঃ আবু বক্কর, হারুনুর রশিদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাবাজার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেন এই মর্মে যে, জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, অধ্যক্ষ বরইউড়ি বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা এর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য সহ যাবতীয় অর্থ আত্মাসাৎ ও দুর্নীতি বিষয়ে উক্ত অভিযোগের উপর এ কার্যলয়ের স্মারক নং ০৫.৪৬.৯০৩৩.০০০.২৬.০০৫.১৮.৯৩৪ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ মূলে উভয় পক্ষকে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ প্রদান করা হলো । নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে বাদী পক্ষ বিগত ০৬/১১/২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে উপস্থিত হয় এবং পরবর্তীতে বাদী পক্ষের শুনানী গ্রহন করা হয় । এবং বিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। বাদী পক্ষের বক্তব্য নিম্নরূপ।

০১। জনাব মোঃ মহিউদ্দিন সম্রাট পিতা- উস্তাদ আলী, সাং- মিরধারপাড়া, বাংলাবাজার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ বর্তমান শিক্ষার্থী বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ বরইউড়ি আলিম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে আসছি। আমাদের মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, ০৪ (চার) জন প্রভাষক মাদ্রাসায় যোগদান করিয়েছেন। যাদেরকে পূর্বে কোন দিন আমরা মাদ্রাসায় দেখিনি। গত ১/৯/২০২৪ তারিখের সাধারণ সভার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন রিপোর্ট মারফত জানতে পেরেছি ০৪ (চার) প্রভাষক সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। যাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যামান। তিনি আরও বলেন, নিয়োগদাতা প্রিন্সিপালসহ ০৪ (চার) জন প্রভাষকের প্রতি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

০২। জনাব মজিবুর রহমান, অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বরইউড়ি বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ বলেন প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব নীতিমালা অনুযায়ী আয়ের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার নির্দেশ থাকা স্বত্বেও আয়ের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়না। ফি বেতন শ্রেণী শিক্ষকগণ আদায় করেন যাহা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়নি।

০৩। জনাব আলা উদ্দিন প্রভাষক (আরবী) বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাস, বাংলাবাজার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ বলেন ৩১/১২/২০২২ ইং তারিখে বরইউড়ি দারুস সুন্নত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করি। মাদ্রাসাটি এমপিও ভূক্তির পর অধ্যক্ষ মহোদয় এমপিও বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ।) টাকা তার কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করেন।

০৪। জনাব রফিকুল ইসলাম, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার ২০১৮ সনের দাখিল পাশকৃত ছাত্র বলেন ২০১৮ সালে দাখিল পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল প্রত্যাশী থাকাকালীন আমাদের মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জনাব সৈয়দ হোসেন কবীর আমাকে জিপিএ ৫.০০ এ প্লাস ফলাফল পাইয়ে দিবেন বলে তার কাছ থেকে ৬৫০০/- টাকা নেন। কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হলে তিনি এ প্লাস পাননি।

০৫। এই মর্মে আমরা স্বীকাররোক্তি পত্র করছি যে, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার আলিম শাখা এমপিও ভূক্তির খরচের অংশ হিসাবে নিম্নবর্ণিত হারে নগদ অর্থ সভাপতি/ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দেন।

ক) মোঃ আঃ আজিজ অধ্যক্ষের নিকট ৩০,০০০/- টাকা এবং সভাপতির নিকট ১,০০,০০০/- সহ সর্বমোট ১,৩০,০০০/-টাকা।
খ) মোবারক হোসেন সভাপতির নিকট ১,০০,০০০/- টাকা।
গ) আলা উদ্দিন সভাপতির নিকট ১,০০,০০০/- টাকা।
ঘ) তাহমিনা আক্তার -----

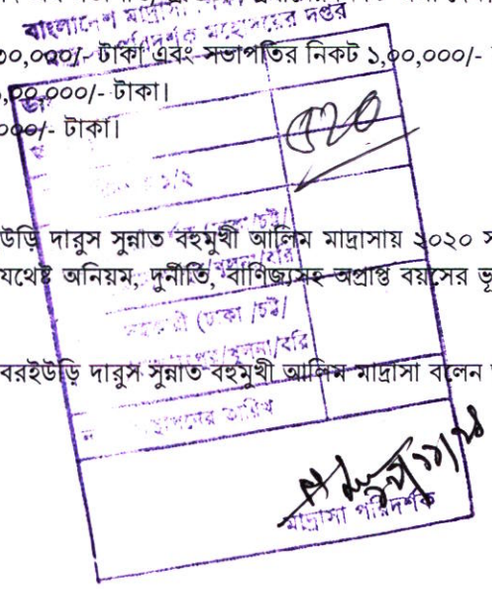

০৬। মোঃ রফিজুল ইসলাম বলেন বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসায় ২০২০ সনে আয়া, নিরাপত্তা কর্মী পদে দুই জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ঐ নিয়োগে যথেষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি, বাণিজ্যসহ অপ্রাপ্ত বয়সের ভূয়া প্রার্থী বিদ্যামান যাহার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

০৭। তাহমিনা আক্তার, আরবী প্রভাষক, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা বলেন তাকে বলছে টাকা দেওয়ার জন্য । কিন্তু তিনি টাকা দেন নাই।

০৮। বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক বলেন হাফেজ মাঃ মোবারক হোসাইনের কাছ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা ধার করে ১,০০,০০০/- মাদ্রাসায় আলিম শাখায় এমপিও বাবদ খরচের জন্য নিয়ে কাগজ পত্র তাকে দেওয়া হয়। তারপর তার বেতন করা হয়।

০৯। মোঃ আব্দুল আজিজ, উপাধ্যক্ষ. বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা, বলেন প্রতিষ্ঠানটি গত ৬ জুলাই ২০২২ সালে এমপি ভূক্ত হয়। তিনি সংশ্লিষ্টদের বলেন এমপি ভূক্ত করতে নাকি ২০/৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সে জন্য টাকা দিতে হবে। এ বিষয়ে আমাকে ৩ লক্ষ টাকা দিতে বলেন। তিনি অপরাগত বশত মোট ১,৩০,০০০/- টাকা প্রদান করেন এবং বাকি টাকা দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে, উপাধ্যক্ষ পদে বেতন ধরাতে নিজের কাজ নিজেই করেছেন।

১০। মোঃ আব্দুল গফুর পিতা- মৃত আব্দুল বারী সাং- বিছঙ্গোরগাঁও, ডাকঘর- বাংলাবাজার, উপজেলা- দোয়ারাবাজার, জেলা- সুনামগঞ্জ, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসর প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির তিনি আব্দুল গফুর এর নিকট হইতে ১৫,০০০/- নিয়েছে সার্টিফিকেট দিবে বলে পরবর্তীতে সার্টিফিকেট দেওয়ার পর দেখা যায় জাল সার্টিফিকেট তাকে দিয়েছেন। তিনি ঐ মাদ্রাসায় কোন দিন ও কখনও মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেন নাই। টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

সার্বিক মন্তব্যঃ কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসায় ৪ জন প্রভাষক ০১। জনাব মাহবুবুর রহমান (আরবি প্রভাষক), ০২। মাহমুদুল হাসান (বাংলা প্রভাষক), ০৩। মুজিবুর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভাষক) ০৪। আঃ ছালাম (ইংরেজী প্রভাষক) কে অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই চার জনকে ২০১৫ সালে নিয়োগ দেখিয়ে ২০২৪ সালে এমপিও করা হয়। কিন্তু সাক্ষীদের জবানবন্ধী এবং কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে কোন নিয়োগই হয়নি। এমনকি ২০২৪ সালের আগে এই ৪ জন একদিনও মাদ্রাসায় পাঠদান করেননি এবং তাদেরকে এলাকার কেউ আগে কখনো দেখেও নি।

২০২০ সালের ৪র্থ শ্রেণীর নিয়োগ প্রক্রিয়া জনাব রহিমা আক্তার, (পিতা- মোঃ দুলাল মিয়া, মাতা খোরশেদা বেগম) এর জন্ম তারিখ ২৪/০৯/২০০০ ইং নিয়োগের সময় তার বয়স ছিল ১৭ বছর ১০ মাস ০৪ দিন। নিয়োগ প্রক্রিয়া একজন যোগ্য প্রার্থী সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর হতে হয়। কিন্তু তার বয়স ১৮ হয়নি। এটি ত্রুটি পূর্ণ নিয়োগ।

সার্বিক বিবেচনায় এটাই প্রতিয়মান হয় যে, জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, অধ্যক্ষ, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসায় মোটা টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে এই চারজন শিক্ষকসহ ৪র্থ শ্রেণীর নিয়োগ দিয়েছেন। মাদ্রাসার ফাইল পত্র এবং ক্যাশ রেজিস্টার পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ সরকারী নীতিমালা অনুসারে কোন কাজ করেননি। তিনি অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানের টাকা ব্যাংকে না রেখে নিজের কাছে রেখেছেন। বিগত কোন বৎসরের ব্যয়ের কোন হিসাব বিবরণী পাওয়া যায়নি। তাই এ বিষয়ে অধ্যক্ষ, সাবেক সভাপতি সহ কমিটির দায়ভার প্রমাণিত হয়। জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, অধ্যক্ষ, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা এমপিও করে দেয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ এবং ৪র্থ শ্রেণীর নিয়োগ অবৈধ বলে অভিযোগ করেছেন। । সাক্ষীদের জবানবন্ধীর মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

এমতাবস্থায় জনাব এ, এফ, এম, সৈয়দ হোসেন কবির, অধ্যক্ষ, বরইউড়ি দারুস সুন্নাত বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা এর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য সহ যাবতীয় অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ২৪ (চব্বিশ) পাতা।

Tonue
১৪।১১।২৪

(নেহের নিগার তনু)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
ইমেইল: unodoarabazar@mopa.gov.bd

মাদ্রাসা পরিদর্শক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য।
০১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
০২। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ।
০৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
০৪। অফিস কপি।